দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ AUG 16 2002 পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সরকার সমন্বিত নীতিমালা তৈরি করছে

আহমেদ দীপু

দেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনার জন্য সরকার একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। এই নীতিমালা কার্যকর করার পর স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নির্দিষ্ট একটি নীতিমালার আওতায় পরিচালিত হবে। সরাসরি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পরিবর্তে সরকার বিকল্প হিসাবে নতুন নীতিমালার প্রস্তুত নিতে চাচ্ছে। এই নীতিমালায় এমন কিছু বিষয় সংযোজন করা হবে, যাতে এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এ জন্য শিক্ষক, সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলোচনা করে এই সমন্বিত নীতিমালার রূপরেখা চূড়ান্ত করা হবে।

দেশে বর্তমানে নয়টি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সব বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই। প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পৃথক একটি করে পৃথক বিধিবিধান বা অধ্যাদেশ। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩, আবার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭০ এমনকি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশ বা আইন বলবৎ রয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে মৌলিক কিছু বিষয়ে কোন মিল থাকছে না। ফলে সমস্যা হয়ে থাকে। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগ, সিন্ডিকেট, সিনেট, একাডেমিক কাউন্সিল, বিভাগে কমিটি গঠন বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন আইনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ নিজেদের মতো করে পরিচালনা করছে। ফলে একটির সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রেই অপরটির মিল নেই। এ ধরনের সব বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি নীতিমালার আওতায় আনার জন্যই সরকার সমন্বিত নীতিমালা তৈরি করতে যাচ্ছে। এই নীতিমালার মাধ্যমে সরকার মূলত সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আইন দিয়ে এক সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে।

বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের শিক্ষা

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কলাম দেখুন)

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম-এর পাতার পর)

ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দেয়। এই কমিটি দীর্ঘদিন কাজ করে প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে পৃথক পৃথক সুপারিশ সরকারের কাছে সমন্বিত আকারে উপস্থাপন করে। গত মাসের ১৮ তারিখে কমিটি তাদের সুপারিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছে। এতে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সমস্যাসমূহ নিরসনের জন্য শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ সংশোধনসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপারিশ পেশ করে। সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ কমিটির এই সুপারিশ প্রয়োজনে সংযোজন-বিয়োজন করে বাস্তবায়ন করার বিষয় উল্লেখ করে। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবটি প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করার পর পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলে পুলিশ প্রবেশের ঘটনায় সুপারিশের বিষয়টি কিছুটা চাপা পড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে সরকার সরাসরি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার ঘোষণা দিয়ে নতুন করে এ খাতকে আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছে না। আবার শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির নামে, সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি, অস্ত্রবাজিসহ নানা ধরনের অপকর্মের কারণে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হবে, শিক্ষার্থীদের জীবন অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে—এটাও সরকার মানতে রাজি নয়। তাই শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষার হলে নকল বন্ধ করার লক্ষ্যে কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি না করে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করার বিধান রেখে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বর্তমান আইনে অনেক কিছু রয়েছে, যা পুরনো হয়ে গেছে। বর্তমান সময়ের তুলনায় সেকেলে। এই পুরনো আইনের কারণে অনেক কিছুই রোধ করা যায় না। নতুন নীতিমালায় পুরনো আইন বা অধ্যাদেশের দুর্বল বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হবে। অর্থাৎ সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রধান অন্তরায়, তা চিহ্নিত করে দূর করা হবে। এতে এমন কিছু বিষয় যুক্ত করা হবে-যা দিয়ে শিক্ষাঙ্গনে কোন ছাত্র সংগঠন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করতে চাইলে তা রোধ করা সম্ভব হবে। এ জন্য নীতিমালাটি চূড়ান্ত করার আগে শিক্ষক, সাবেক ছাত্রনেতা, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে নেয়া হবে। তারপর চূড়ান্ত করা হবে এই নীতিমালা। মোট কথা, সরকার সরাসরি ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংশোধনের মাধ্যমে বিকল্প রাস্তায় এগোতে চাচ্ছে।